ঈষিকাকে ঘিরে একটি সুন্দর সন্ধ্যা

কর্ণফুলি রিপোর্ট

সিডনীতে এখন বাংলাদেশীদের সংখ্যা অনেক। কেউ, কেউ অনুমান করে আনুমানিক ৫০ হাজার, যাদের অনেকেই এসেছে বিংশ শতাব্দির নব্বুই দশকের গোড়ার দিকে। মুলত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধার কারনেই ওরা এদেশে স্থান করে নিয়েছে। তাদেরই একজন মোঃ শফিকউল্লা (লিঙ্কন), একজন প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল পেশাজীবি হিসাবরক্ষক। দু সন্তানের জনক, বড়টি ছেলে, বয়েস ৮, নাম ফারহান শফিক (প্রিয়)। গত ১৪ই জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যে লিঙ্কন দম্পতি সিডনীর একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রেষ্টুরেন্টে বেশ আড়ম্বরের সাথে তাদের একমাত্র কন্যা তাসফিয়া শফিক (ঈষিকা) এর প্রথম জন্মদিন পালন করে। বাংলাদেশীরা তাদের সন্তানদের জন্মদিবস এখানে অহরহ পালন করে থাকে, যার যেমন রুচী এবং সামর্থ। কিন্তু লিঙ্কন ও তার সহধর্মিনী ফারহানা শফিক (রুমকী)র আয়োজিত অনুষ্ঠানটি ছিল সম্পুর্ন ব্যতিক্রম আর তাই কলম নিয়ে বসা।

অনুষ্ঠানের প্রতিটি পরতে পরতে লিঙ্কন ও রুমকীর সৌজন্যতা, রুচী ও উদারতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। এমনকি অতিথিদেরকে পাঠানো আমন্ত্রন কার্ডটিতেও শৈল্পিক রুচিবোধের প্রতিফলন ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিকশিত ও বিস্তির্ন সবুজ ঘাস-কার্পেটে মোড়ানো একটি পার্কের ধারে অবস্থিত ডলস পয়েন্ট এর ল্যা বীচ হাট নামক সুবৃহৎ কাঁচের দেয়াল ঘেরা একটি রেঁস্তরায় আমন্ত্রন জানিয়েছিল তাদের অতিথিদেরকে। বিস্তির্ন হ্রদের কূলঘেঁষা রেস্তঁরাটির জানালা দিয়ে আবছা আলোতে তির তির হাওয়ায় জলের মৃদু ঢেউগুলোকে দেখতে সেকালের কলের গানের ঘুর্ণায়মান রেকর্ডের ঘন অনুরেখার মতই লাগছিল। চারিধারের নয়নাভিরাম দৃশ্য অনুষ্ঠানটিকে তাই করেছিল আরো আনন্দ ও মধুময়।

দু বছরের চৌকাঠে পা দেয়া ঈষিকাকে আশির্বাদ করার জন্যে সেদিন প্রায় ১৫০ জন অতিথি এসেছিল। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টাব্দি সকলে ছিল আনন্দে মুখরিত। আগত অতিথি শিশুদের আনন্দ দেয়ার জন্যে লিঙ্কন ও রুমকী বাড়তি খরচ করে পেশাদার 'মুখাঙ্কন' ও চাইল্ড এ্যমিউজার ভাড়া করেছিল। 'শিশুতোষ' উপঢৌকন দিয়েও তারা প্রতিটি শিশু-অতিথিকে তুষ্ট করেছিল। বয়েস ও পারস্পরিক পরিচিতির কথা বিবেচনা করে প্রতিটি অতিথির জন্যে তারা আসন 'রিজার্ভ' করেছিল। অহেতুক বিলম্ব না করে সন্ধ্যে ৭.৩০টা থেকেই প্রতিটি টেবিলে 'প্রপার সিলভার সার্ভিস' দিয়ে হরেক পদের 'অনট্রে ফুড' পরিবেশন শুরু হয়। অতিথিরা যার যার সময় মত এসে নিজেদের নির্ধারিত টেবিলে আসন গ্রহন করেন। কারো চোখে-মুখে ক্ষুধার যন্ত্রনা অথবা 'শুধু খেতে আসা'র অস্বস্তিকর বিড়ম্বনা দেখা যায়নি। কারন অনুষ্ঠানের পুরো সময়টিতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এর পাশাপাশি চৌকষ ও ধোপদুরস্থ ওয়েটাররা ঘুরে-ঘুরে টেবিলে অতিথিদের পরিবেশন করে যাচ্ছিল। যাকে বলে 'ফাইভ হ্যাট' সার্ভিস। মিউজিকের তালে তালে লিঙ্কনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লুৎফুল কবীর 'নিপু' মাইক্রোফোন হাতে দ্বিভাষী (ইংরেজী/বাংলা) ধারাবর্ননা করে যাচ্ছিল। কখনো যন্ত্রসঙ্গিত, কখনো হিট কোন গানের কণ্ঠ পুরো হলটিতে ভেসে আসছিল আবহসঙ্গিতের মত। সাজানো মঞ্চের পেছনে বড় পর্দায় ঈষিকার জন্মাব্দি বেড়ে ওঠা ছবিগুলো তখন একে একে ভেসে উঠছিল, অন্যদিকে শিশুরা সারি বেঁধে আগত তিনজন ফেস-পেইন্টারের কাছে তাদের পছন্দমত 'ফেস পেইন্ট' করে নিচ্ছিল। শিশুদের আনন্দ ছিল দেখার মত। 'অনট্রে' খাওয়ার পাশাপাশি বড়রা একে ওপরের সাথে আন্তরিক আড্ডা জমিয়ে তোলে। জন্মদিনের সুবৃহৎ কেকটি কাটার পরই মুল খাওয়া পরিবেশন করা হয়। তখনো 'সিলভার সার্ভিস' দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। সবশেষে ছিল হরেকপদের সুস্বাদু ডেসার্ট। অনুষ্ঠানের শেষদিকে কিছু অতিথি মিউজিকের তালে তালে মঞ্চে নেচে-গেয়ে সকলকে আনন্দ দিয়েছিল। অনেক অতিথি তাদের আনা ক্যামেরাতে

একের পর এক অনুষ্ঠানের ছবি তুলে আনন্দঘন পরিবেশের স্মৃতিটি ধরে রাখতে চেষ্টা করে। সব মিলিয়ে সে-রাতে পুরো অনুষ্ঠানটিকে মনে হয়েছিল যেন ছোটখাট একটি ইনডোর মেলা।

সিডনীতে প্রায় ৮০% বাংলাদেশীর আয়োজিত তথাকথিত জন্মদিন পার্টিগুলো দেখে ভিমরী খেতে হয়, মনে হয় শুধুমাত্র 'ভাতের জন্যে কাক ডাকা'। অনেকে কমিউনিটি হল বা রেঁস্তরা ভাড়া করেও নিজের বংশ-ব্যাকগ্রাউন্ড প্রমানের ব্যর্থ চেষ্টা করে। ডানহাতে কাঁটা-চামুচ ধরা এসকল বাঙ্গালী সত্যিকারার্থে অতিথি আপ্যায়ন এবং 'সিলভার সার্ভিস' শব্দগুলোর সাথে পরিচিত নন। তাদের আয়োজিত জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলোতে গিয়ে সদ্য প্রয়াত ব্যাক্তি'র জেয়াফত (চল্লিশা)এর খাওয়া বলেই মনে হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, সঙ্খিপ্ত সাংস্কৃতিক নিবেদন, অপেক্ষারত অতিথিদের টেবিলে কোল্ড ড্রিঙ্কস ও অনট্রে ফুড সার্ভ এবং সময়মত অতিথি আপ্যায়ন, নানাভাবে শিশুদের মনোরঞ্জন সহ আরো কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় যে থাকতে হয় তা অধিকাংশ বাঙ্গালী বোঝেনা, হয়তবা জানেও না। লক্ষ, লক্ষ ডলারের বাড়ী কেনার ক্ষমতা এদের আছে অথচ টয়লেট টিসু কেনার ক্ষমতা ওদের নেই। আর গামছা নির্ভর এই শ্রেনীর কাছে ফেসিয়াল টিসু বস্তুটি এক্কেবারেই অচেনা। রাত ৭টার কথা বলে এসকল বাঙ্গালীরা তাদের তথাকথিত অনুষ্ঠানে কমপক্ষে রাত ১০টার দিকে আগত অতিথিকে কচুপাতার মত টলমল পাতলা প্লাষ্টিকের থালা হাতে ধরিয়ে দিয়ে 'ডাইরেক্ট ভাত' পাতে বসিয়ে দেয়। যেন শুধু ভাত খেতে আসা হাভাতে অতিথি! দেরীর কারন? অমুক ভাই, তমুক ভাবি এখনো আসেনি, অথবা সমুক ভাই রাত একুশটার পর তার খ্যাপের প্যাসেঞ্জার নামিয়ে তবেই আসবেন সুতরাং বাকি অতিথিদেরকে চুপচাপ ও ভুখা বসিয়ে রাখ। অনুষ্ঠানস্থলটিকে তখন শুধুই মনে হয় নিঝুম একটি মরা-বাড়ী। প্রচন্ড ক্ষুধা নিয়ে বিরস মুখে সকলের তখন আঙ্গুলের নোখ খুঁটা খুঁটি ছাড়া কিছুই করার থাকেনা। নিমন্ত্রিত অতিথিদের আনন্দহীন নিরবতা দেখে মনে হয় যেন সকলে দলবেঁধে কোন বাড়ীতে শোক পালন করতে এসেছে। এশ্রেনীর প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছ থেকে কোন নেমন্তন এলে সত্যি বিব্রত হতে হয় এবং নিজেকে তখন বড়ই ছোট মনে হয়।

লিঙ্কন-ঝুমকী দম্পতির আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সর্বক্ষেত্রে প্রশংসার দাবী রাখার মত। তাদের উদারতা, হাস্যেজ্জল আতিথিয়তা ও আপ্যায়ন আগত অতিথি সকলের মনে থাকবে অনেকদিন। সেরাতে আগত অতিথি সকলের হাসিমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যেন সমস্বরে সকলেই বলছিল "ঈষিকা তুমি বেঁচে থাকো হাজারো সাল, বেড়ে ওঠ সুশিক্ষায় ও সুস্বাস্থ্যে। তোমার ভবিষ্যৎ প্রমান করুক চিরন্তন সেই বাণীটি 'Children are the map of their parents'।

ঈষিকার জন্মদিনের কিছু ছবি দেখার জন্যে এখানে টোকা মারুন